বিশ্বব্যাপী পোলিও নির্মূল উদ্যোগ

পলা জে. ডব্রিয়ানস্কি এবং টিমোথি ই. ওয়্যার্থ

ওয়াশিংটন, ৫ই ডিসেম্বর -- অনেক আমেরিকানই পঞ্চাশ দশকের পোলিও মহামারীর বিষয়টি স্পষ্টভাবে স্মরণ করতে পারেন যখন পঙ্গু করে দেয়া এই ভাইরাসের আতংকে সারা দেশের স্কুল আর সুইমিং পুলগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সত্তর দশকের শেষের দিকে একটি ওয়াইল্ড পোলিও ভাইরাসের মাধ্যমে এই রোগের সর্বশেষ সংক্রমণ ঘটে। সে যাই হোক, যে রোগটি একদা আমেরিকানদের আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা আমেরিকা অথবা অন্যান্য দেশগুলোতে খুব একটা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। আর এই রোগ নির্মূল করতে চিকিৎসা শাস্ত্রের অগ্রগতি ও সমন্বিত আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টারই ধন্যবাদ প্রাপ্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিশ্বের চারটি দেশে পোলিও রয়েই গেছে। আর এই দেশ চারটি হচ্ছে -- আফগানিস্তান, ভারত, নাইজেরিয়া এবং পাকিস্তান।

আজকের দিনে পোলিও আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর মধ্যেই বেশি এবং তাদের কাছে পোলিও রোগের প্রতিষেধক ও এ সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে পৌঁছানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখে পোলিও নির্মূলের উদ্যোগ ও সদিচ্ছা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এর চাইতেও খারাপ খবর হচ্ছে বিশ্বে এখন পোলিও আক্রান্ত যে কয়েকটি এলাকা রয়েছে সেখান থেকে এই রোগ অন্য সব দেশে ছড়িয়ে পড়ছে যে সব দেশ থেকে আগেই পোলিও নির্মূল করা হয়েছিল। ফলে এই রোগ নির্মূলে আমরা যে অগ্রগতি সাধন করেছিলাম তা হুমকির মুখে পড়ছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য পোলিও নির্মূলের কাজটি শেষ করার এখনই উপযুক্ত সময়। আর এ কাজটি করার জন্য যা দরকার তা হচ্ছে জোরালো অঙ্গীকার, বর্ধিত সহযোগিতা এবং সমাজের সব সম্প্রদায়েরই এই কাজের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করা। যুক্তরাষ্ট্রে সরকার এবং বেসরকারী সংগঠনসমূহ যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে উপরোক্ত তিনটি বিষয়েই জোরালোভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

'আন্তর্জাতিক পোলিও নির্মূল উদ্যোগ' (গ্লোবাল পোলিও ইর‍্যাডিকেশন ইনিশিয়েটিভ -- জিপিইআই) শুরু হবার পর ১৮ বছর পেরিয়ে গেছে। বিশ্ব থেকে পোলিও রোগ নির্মূল করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী এই সাহসী ও উদ্ভাবনী উদ্যোগকে এক সূত্রে গাঁথার সর্বপ্রথম উদ্যোগ নেয় রোটারী ইন্টারন্যাশনাল। আর সেই উদ্যোগ বর্তমানে ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম জনস্বাস্থ্য রক্ষা প্রচেষ্টায় পরিণত হয়েছে। আর এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে জাতীয় সরকারসমূহ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ), বেসরকারি কর্পোরেশন, ফাউন্ডেশন এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর মত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ। রোটারী ইন্টারন্যাশনাল তার মুখ্য ভূমিকা পালন অব্যাহত রেখেছে এবং লক্ষ লক্ষ ডলার সহায়তা দিয়েছে। পোলিও নির্মূল করার কাজে সকল অর্থনৈতিক সহায়তা যাতে সঠিকভাবে কাজে লাগে তা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ ফাউন্ডেশন সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে এবং এই উদ্যোগে তার নিজস্ব তহবিল থেকেও বহু লাখ ডলার প্রদান করেছে। বিশ্বব্যাপী দু'কোটি শিশুকে টিকা দিয়ে পোলিও নির্মূল প্রচারাভিযান উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। আর বিশ্বব্যাপী নতুন পোলিও রোগীর সংখ্যাও কমে এসেছে। ১৯৮৮ সালে যে সংখ্যা ছিল গড়ে প্রতি বছর সাড়ে তিন লাখ, ২০০৫ সালে সেই সংখ্যা গড়ে প্রতি বছর দুই হাজারের চাইতেও কমে এসেছে।

তবে সম্পূর্ণভাবে পোলিও নির্মূল করতে এই কাজের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার আরো জোরদার করতে হবে এবং বেসরকারি দাতা সংস্থাসমূহ ও সরকারগুলোর মধ্যে এই উদ্যোগে যদি কোনো ভাটা পড়ে তাহলে তা রোধ করার জন্য পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সহায়তার নিশ্চয়তা প্রদান করতে যুক্তরাষ্ট্র জি-৮সহ অন্যান্য ফোরামের মাধ্যমে কাজ করছে এবং চলতি বছর ৫ কোটি ডলারের যে পুঁজি ঘাটতি রয়েছে এবং এমনকি ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে এর চাইতেও বড় ঘাটতির যে আশংকা দেখা দিয়েছে তা মোকাবেলায় কাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার সব সময়ই এই উদ্যোগে বড় ধরনের আর্থিক সহায়তা দিয়ে এসেছে। এ বছর পোলিও নির্মূল প্রচেষ্টায় আমরা ১৩ কোটি ২০ লাখ ডলার অনুদান দিয়েছি এবং 'জিপিইআই' কর্মসূচী চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ১শ' ১০ কোটি ডলার সহায়তা দিয়েছি।

যে সকল শিশু সবচাইতে বেশি করে এই ভয়াবহ রোগের ঝুঁকির মুখে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাদের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরো জোরালো করতে হবে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের কিছু কিছু এলাকায় সাহসী জনস্বাস্থ্য কর্মীদেরকে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেয়া জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কাজ করছে যাতে করে তারা শিশুদেরকে টিকা দিতে পারে। কখনও কখনও তাদেরকে সংঘাতময় পরিস্থিতিতেও কাজ করতে হয়। অতীতে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ ও সংঘাত চলাকালে জাতিসংঘ ঘোষিত "যুদ্ধ

বিরতির দিন”গুলোতে এই কর্মসূচী এগিয়ে নেবার জন্য প্রতিষেধক প্রদানের সময় সূচী নির্ধারণ করা হতো। বিশ্বের সংঘাতময় এলাকাগুলোতে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য ভবিষ্যতেও এ ধরনের সমাধান উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা অব্যাহত থাকবে।

সব শেষে, যে সব দেশে এখনও পোলিওর প্রাদুর্ভাব রয়েছে সে সব দেশে এই রোগ নির্মূলে সকল সম্প্রদায়ের অংশ গ্রহণের ওপর আমাদের আরো জোর দিতে হবে। সহায়ক তথ্য বিতরণে, পুরানো ধ্যান ধারণা দূর করতে এবং টিকা সম্পর্কে সমাজের লোকজনের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে স্থানীয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ধর্মীয় ও ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয় ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে পোলিও আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়াতে হবে এবং টিকাদান কর্মসূচীতে সহায়তা দেয়ার জন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানাতে হবে।

বিশ্বব্যাপী পোলিও নির্মূল করার কাজে এর আগে আমরা আর কখনও এতো কাছাকাছি যেতে পারিনি। আর এ লক্ষ্য অর্জনে কেবলমাত্র জনস্বাস্থ্যসেবীরা নয়, তাদের পাশাপাশি কূটনীতিক, রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচেষ্টাও জরুরী। আসুন এ কাজ শেষ করতে আমরা এক সাথে কাজ করি এবং এই ভয়াবহ রোগের হাত থেকে সকল শিশুকে রক্ষা করি।

==========

**পলা জে. ডব্রিয়ানস্কি যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ‘ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স’ বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি। টিমোথি ই. ওয়্যার্থ ‘ইউ.এন. ফাউন্ডেশন অ্যান্ড দি বেটার ওয়ার্ল্ড’-এর প্রেসিডেন্ট।*

**(ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা।)*

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য ‘আমেরিকান সেন্টার’-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে ‘আমেরিকান সেন্টার’ প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *এ যোগাযোগ করুন।*